গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

বিষয়: স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯ প্রণয়নে আইন কমিশনের সুপারিশ ও খসড়া

প্রতিবেদন নং ১৫১

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল : info@lc.gov.bd
ওয়েব : www.lc.gov.bd

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯

ধারনাপত্র

১. *ভূমিকা:*

বৃটিশ ভারতে সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা ও কার্যক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম আইন প্রনয়ণ করা হয় ১৯৪৭ সালে The Prevention of Corruption Act, 1947, (Act No. II of 1947)। পরবর্তীতে দেশ ভাগের পরে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন করলেও আজ পযর্ন্ত বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে তাদের সরকারি দায়িত্বপালনকালে উদ্বূত স্বার্থ সংঘাত হতে নিরসন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সুস্পষ্ট আইন প্রণয়ন করেনি। যা এদেশে সরকারি কর্মক্ষেত্রে দুর্নীতিকে কোন কোন জায়গায় লাগামহীন করে দিচ্ছে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ব্যহত করছে। যার প্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের সূত্রে আইন কমিশন তার নবম দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০১৯ এর আওতায় ***"স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯"*** প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের খসড়াসহ প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ হাতে নেয়।

লৰ্য ও উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে সুশাসন দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জবাবদহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন কমিশন "স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯" প্রণয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন করে।

২. *প্রচলিত দুর্নীতিবিরোধী আইনের সীমাবদ্ধতা:*

ক. 'স্বার্থ সংঘাত' ও 'ব্যক্তিগত লাভ' সহ অন্যান্য শব্দের সংজ্ঞাসমূহ প্রচলিত দুর্নীতিবিরোধী আইনে নেই।

খ. প্রচলিত দুর্নীতিবিরোধী আইনে 'স্বার্থ সংঘাত' ও 'ব্যক্তিগত লাভ' এর ক্ষেত্র, আওতা ও শাস্তি নির্ধারন ও নিশ্চিতকরণের বিধান নেই।

গ. প্রচলিত দুর্নীতিবিরোধী আইনে কোন অপরাধের বিচার ও প্রতিকার বিধান সময় সাপেক্ষ ও জটিল যা বর্তমান মামলাজটের অন্যতম কারন।

৩. *গবেষণা পদ্ধতিঃ*

ইতোমধ্যে আইন কমিশন ***স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯*** এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছে। এ খসড়া প্রণয়নের পূর্বে আইন কমিশন এর সাথে সম্পর্কিত দেশের কতক প্রচলিত আইনসমূহ যেমন-

1. The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) বিশেষ করে এর Section Nos. 14, 21, 23-27,119,161-171
2. The Code of Criminal Procedure 1898, (Act No. V of 1898) বিশেষ করে এর Section Nos. 29,36,37, 195-197, 556,560
3. The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) বিশেষ করে এর Section Nos. 79-82, 135A
4. The Prevention of Corruption Act, 1947, (Act No. II of 1947)
5. The Essential Services (Second) Ordinance, 1958, (East Pakistan Ordinance No. XLI of 1958)
6. The Ombudsman Act, 1980, (Act No. XV OF 1980)
7. The Government Servants (Special Provisions) Ordinance, 1979, Ordinance No. XI OF 1979).
8. The Anti- Corruption Act, 1957, (Act No. XXVI of 1957) পরবর্তীতে যার সংশোধনী আইন হয় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন)
9. দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা,২০০৭
10. The Government Servants (Conduct) Rules, 1979
11. The Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985
12. The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985, (Act No. V of 1985)
13. বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধিমালা,২০১৭
14. সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ সমূহ পর্যালোচনা করেছে।

তাছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের আইনসমূহ বিশেষ করে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এর আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে। এ বিষয়ে দেশীয় গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাথে ও মতবিনিময় করেছে। প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত এর পর ইতোমধ্যে আইন কমিশন আইনটির খসড়ার উপর মতামত প্রদানের জন্য অংশীজনের (Stakeholders) নিকট পাঠিয়ে মতামত সংগ্রহ করেছে।

৪. *তুলনামূলক আলোচনাঃ*

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন সম্পর্কীত ধারণা তুলনামূলকভাবে একটি আধুনিক বিষয় হলেও বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেছে। এসব দেশের প্রণীত স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইনগুলোর মধ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এর আইনসমূহ উল্লেখযোগ্য।

ক. যুক্তরাষ্ট্র ঃ সমগ্র বিশ্বে স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন প্রনয়নে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রগন্য ভূমিকা পালন করেছে। এ বিষয়ক প্রথম আইন The Ethics in Government Act প্রনয়ন করা হয় ১৯৬২ সালে। উক্ত

আইনটি দ্বারা প্রথমবারের মতো সরকারি কর্মকর্তাদের তাহাদের সরকারি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহনের পর পরবর্তী চাকুরি গ্রহণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পরবর্তী কালে ২০০৪ এ প্রনীত The United States Code, Title 18- Crimes and Criminal Procedure আইনে স্বার্থ সংঘাত আইনের প্রকৃতি ও পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। এই আইন দ্বারা প্রথমবারের মতো স্বার্থ সংঘাত অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি হিসেবে জেল জরিমানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । এটর্নী জেনারেলকে অভিযোগ আনয়নকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতকে দায়িত্ব দেয়া হয় এ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার।

খ. কানাডা ঃ স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রথম সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রনয়ন করা হয় ২০০৬ সালে। উক্ত Conflict of Interest Act S.C. (Statutes of Canada) 2006, c. 9, s.2 আইনটিতে প্রথমবারের মতো স্বার্থ সংঘাত অপরাধের বিভিন্ন দিক নির্দিষ্ট করে আলোচনা করা হয়। এই আইন প্রনয়নের মাধ্যমে স্বার্থ সংঘাত কমিশনার নামে একটি পদ সৃষ্টি করা হয় যার দায়িত্ব হয় স্বার্থ সংঘাত বিষয়ক যাবতীয় অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান, প্রতিটি সরকারি কর্মকর্তার বার্ষিক প্রতিবেদন পরীক্ষা করা , বিভিন্ন নিবারনমূলক ও আদেশমূলক উপদেশ ও আদেশ প্রদান করা , সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের আশ্রয় নেয়া।

গ. ভারত ঃ ভারত ২০১১ সালে স্বার্থ সংঘাত সংক্রান্ত The Prevention and Management of Conflict Of Interest Bill, 2011 নামক একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে ২০১১ সালে কিন্তু অদ্যবধি উক্ত বিলটি আইনে পরিনত হয়নি।

ঘ. যুক্তরাজ্যঃ যুক্তরাজ্যে স্বার্থ সংঘাত সংক্রান্ত কোন আইন প্রণয়ন করা না হলেও Conflict of Interest Policy (February 2017) নামক একটি নীতিমালা গ্রহন করা হয়েছে ২০১৭ সালে। উক্ত নীতিমালায় সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থ সংঘাত সংক্রান্ত অপরাধের প্রকার ও পরিচিতি, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং শাস্তির কথা বিশদ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. প্রস্তাবিত গবেষণা উদ্ভূত ফলাফলের তাৎপর্যঃ

ক. 'স্বার্থ সংঘাত' ও 'ব্যক্তিগত লাভ' এর ক্ষেত্র, আওতা ও শাস্তি নির্ধারন ও নিশ্চিতকরণের বিধান থাকায় এই আইন সময় ও জটিলতা কমিয়ে বর্তমান মামলাজট কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

খ. খসড়া আইনে বিভিন্ন প্রাযুক্তিক শব্দসমূহ যেমন 'স্বার্থ সংঘাত' ও 'ব্যক্তিগত লাভ' সহ অন্যান্য শব্দের সংজ্ঞাসমূহ অর্ন্তভূক্ত করায় বর্তমান আধুনিক বিচার ব্যবস্থা দ্বারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ তথা গণতান্ত্রিক ও জনমুখী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

গ. এই আইন সরকারি বিভিন্ন কর্মকান্ডে ও পরিকল্পনায় সার্বিক ও সর্বোচ্চ স্বচ্চতা ও নিরপেক্ষতা বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ঘ. এই আইন সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ঙ. এই আইন আদালত ও সরকারী কার্যক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন সহ বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় নজরদারীর পথ সুগম করবে।

৬. *উপসংহারঃ*

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯ বর্তমান কল্যানমুখী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯

সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নাগরিকের স্বার্থ সংঘাত বিষয়ক কর্তব্য অনুধাবন ও প্রতিরোধ বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেইহেতু আইনের শাসন এবং কল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায় -
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১.(১) এই আইন *'স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৯'* নামে অভিহিত হইবে।

প্রয়োগ

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে বলবৎ হইবে।

প্রবর্তন

সংজ্ঞাসমূহ

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'চেয়ারপার্সন' অর্থ এই আইনের ২০ ধারার অধীন নিয়োগকৃত স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশনের চেয়ারপার্সন ;

(খ) 'কমিশন' অর্থ এই আইনের ১৭ ধারার অধীন গঠিত স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশন;

(গ) 'স্বার্থ সংঘাত' অর্থ সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারির বা নিয়োজিত পরামর্শক বা উপদেষ্টাগনের তাহাদের সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনকালে উপস্থিত সংঘাত অথবা উক্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারির বা নিয়োজিত পরামর্শক বা উপদেষ্টাগণের বা অপর কোন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ যাহা উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্তব্যকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করে, অথবা আস্থাহানী ঘটায়, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবৈধ বা পরোক্ষ লাভের কারণ হয়;

ব্যাখ্যা- (১) যদিও কোন স্বার্থ সংঘাত হইতে কোনরুপ অনৈতিক বা অন্যায় ফলাফল উদ্ভূত না হয় তথাপি তাহাও এই আইনের অধীন স্বার্থ সংঘাত হিসাবে গণ্য হইতে পারে।

উদাহরণ

ক একটি প্রকল্পে নিয়োজিত থাকাকালীন তাহার পুত্র খ উক্ত প্রকল্পের একটি টেন্ডারে

অংশগ্রহণ করে। যদিও খ উক্ত টেন্ডার প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ক এর বিরুদ্ধে এই আইনের আওতায় স্বার্থ সংঘাতের অভিযোগ আনয়ন করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা- (২) স্বার্থ সংঘাত মূলক অবস্থা তখনই বিরাজ করিবে যখন -

(১) সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা নিয়োজিত কোন পরামর্শক, অথবা

(২) সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বা প্রকল্পে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, অথবা

(৩) কোন প্রকল্প সম্পাদনের জন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত কোন পরামর্শক, অথবা

(৪) বিগত ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্য পালনকারী কোন ব্যক্তি বা বর্তমানে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্তব্য পালনরত কোন ব্যক্তি বা আগামী ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে কোন বেসরকারি সংস্থায় কর্তব্য পালনতক থাকিবে এমন কোন ব্যক্তি-

কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কোন কমিটি বা উপ কমিটি বা কোন পরামর্শক সভায় নিয়োজিত হয় বা নিয়োজিত হইবার জন্য প্রস্তাবিত হয়।

উদাহরণ

(ক) ক একটি সরকারী দফতর হইতে অবসরগ্রহণের ১২ (বার) মাস পর এমন একটি এনজিও প্রকল্পে পরামর্শক হিসাবে নিয়োজিত হন, যাহার সহিত চাকুরী থাকাকালীন সময় তাহার যোগাযোগ ছিল। এইক্ষেত্রে ক এর উক্ত নিয়োগে স্বার্থ সংঘাত বিরাজ করিবে।

(খ) ক এনবিআর এর চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন এনজিও কে কর অবকাশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। অবসর গ্রহনের ১৫ (পনের) মাস পর তিনি একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন যাহা তাঁহার পূর্বে প্রণীত নীতিমালার দ্বারা কর রেয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এইক্ষেত্রে ক এর উক্ত নিয়োগে স্বার্থ সংঘাত বিরাজ করিবে।

(ঘ) 'পরামর্শক' অর্থ এমন ব্যক্তি যাহার বিশেষজ্ঞ সহায়তা, মতামত বা সুপারিশ কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দপ্তর কর্তৃক কোন প্রকল্প সম্পাদনে বা কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আহবান করা হয় বা যাহাকে কোন প্রকল্পের বা কর্মসূচীর কোন কমিটি বা উপকমিটি বা উপদেষ্টা পরিষদের কোন পদে নিয়োজিত করা হয় বা নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করা হয়;

(ঙ) 'ব্যক্তি' অর্থ সংবিধিবদ্ধ হোক বা না হোক কোন ব্যক্তি বা দফতরের বা কোন প্রতিষ্ঠানের একক বা সামষ্টিক সংগঠনকে বুঝায় যাহাতে কোন ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন বা বহুপাক্ষিক এজেন্সি বা সংগঠন অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে;

(চ) 'নির্ধারণ করা' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারণ করাকে বুঝাইবে;

(ছ) 'ব্যক্তিগত স্বার্থ' অর্থ -

(১) কোন সরকারি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তি বা তাহার সাথে সম্পর্কিত বা তাহার অধীনস্থ বা অধীনস্থ ছিল এমন কোন প্রতিষ্ঠানে সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন স্বার্থ যাহা ব্যক্তিগত আর্থিক, বাণিজ্যিক মুনাফা অথবা অন্য কোন সুবিধা সম্পর্কিত; এবং

(২) সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি বা কর্পোরেশন বা সংস্থাকে প্রদত্ত কোন আর্থিক, বাণিজ্যিক অথবা অন্য সুবিধা;

(জ) 'কর্তৃপক্ষ বা দফতর' অর্থ যাহা নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে -

(১) সরকার বা এর কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর বা অন্য কোন দফতর বা ট্রাস্ট;

(২) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা অন্য কোন দেশের আইন দ্বারা গঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন;

(৩) কোন কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যাহা সরকারি তহবিল দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালনা করা হয় , নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

(৪) কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাহাকে সরকারি তহবিল দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

(৫) কোন বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া গণ্য প্রতিষ্ঠান যাহার সহিত সরকার বা কোন দফতরের এ ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরামর্শ করা হয় বা যাহার সুবিধা বা সহযোগিতা, কোন বিশেষজ্ঞের মতামত বা সুপারিশের জন্য নেওয়া হয় কিংবা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

(৬) কোন বেসরকারি সংস্থা, এজেন্সি বা দফতর যাহার পরামর্শ এই ধারায় বর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য লওয়া হয় বা কোন বিশেষজ্ঞের মতামত বা সুপারিশ গ্রহণের জন্য যাহার সহযোগিতা অথবা উহার কর্মচারীদের ব্যবহার করা হয়।

(ঝ) 'প্রকল্প' অর্থ সরকার বা (জ) উপধারায় বর্ণিত প্রস্তাবিত বা গৃহীত কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যাহাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ, প্রাইভেটাইজেশন, আন্তর্জাতিক বা বহুপক্ষীয় কো-অপারেশন বা আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তির আওতায় গৃহীত ও প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কর্মসূচি বা কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ঞ) 'কর্মকর্তা বা কর্মচারী' অর্থ কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক নিয়োগকৃত বা কোন প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি এবং কোন প্রকল্পের কোন কমিটি বা কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক গঠিত কোন পরামর্শক সভার নিয়োজিত কোন সদস্য।

(চ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন , ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) আইনের অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধনকৃত কোন কোম্পানী বা বিদ্যমান কোন কোম্পানী।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বার্থ সংঘাত

সরকারি কর্তৃপৰ বা দফতরের দায়িত্ব

৪। (১) কোন প্রকল্প বা কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিয়োজিত কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর উক্ত প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে এমন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা পরামর্শককে নিযুক্ত করিবে না বা কাজে লাগাইবে না যাহার সহিত উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচীতে সম্পর্কিত স্বার্থ সংঘাত রহিয়াছে বা রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিদ্যমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(২) যখনই কোন সরকারি বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক উক্ত প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে নিয়োজিত অপর কোন সরকারি কর্মচারী বা বেসরকারি ব্যক্তি বা পরামর্শকের উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী সম্পর্কিত স্বার্থ সংঘাত রহিয়াছে বলিয়া নজরে আসিবে তখনই উক্ত কর্তৃপক্ষ বা দফতর উক্ত স্বার্থ সংঘাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরামর্শককে উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী হইতে বাদ দিবে ।

(৩) যখনই কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর এর দৃষ্টিগোচর হয় যে উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট কোন সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত এরূপ কোন সরকারি কর্মচারী বা বেসরকারী ব্যক্তি বা পরামর্শকের অংশগ্রহণে গৃহীত হয়, যাহার উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী সম্পর্কিত স্বার্থ সংঘাত ছিল বা আছে তখনই উক্ত কর্তৃপক্ষ বা দফতর উক্ত সুপারিশ বা সিদ্ধান্তটিকে (২) উপধারা মোতাবেক পুনঃপরীক্ষা করিবে এবং উক্ত পুনঃপরীক্ষা অন্তে ক্ষেত্রমত নতুন সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে ।

(৪) জনস্বার্থে আগ্রাহ্য করা যায় না এমন ক্ষেত্র ব্যতীত (১) উপধারায় বর্ণিত কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর , কোন প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে এমন কোন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তা বা দান গ্রহণ করিবে না যাহার উক্ত প্রকল্পে স্বার্থ সংঘাত রহিয়াছে বলিয়া তাহারা অবগত বা তাহাদের অবগত থাকিবার যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকা সম্ভব।

ব্যক্তির দায়িত্ব

৫। কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি কোন প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে উপদেশ বা সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত বা সহায়তা প্রদান করিবে না যদি তাহার উক্ত প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে স্বার্থ সংঘাত থাকে বা সে অবগত আছে বা তাহার যুক্তিসংগতভাবে অবগত থাকা উচিত যে উক্তরূপ সুপারিশ বা সিদ্ধান্তের ফলে তাহার বা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রকাশ

৬। (১) কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি তাহার উক্ত পদাধিকার বলে ও ক্ষমতায় প্রাপ্ত তথ্য যাহা সাধারণের জন্য সহজলভ্য নয় তাহা উক্ত ব্যক্তি তাঁহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করিবে না।

(২) কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি (ক) উপধারায় বর্ণিত কোন তথ্য অপর কোন ব্যক্তির নিকট ফাঁস বা সরবরাহ করিবে না যদি উক্ত ব্যক্তি জানে বা যুক্তিসংগতভাবে জানিতে পারে যে উক্ত তথ্য (ক) উপধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতে পারে।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত না করণ

৭। কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি তাঁহার নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার দাপ্তরিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করিবে না ।

উদাহরণ

(ক) ঔষধ ক্রয় দফতর কমিটিতে নিয়োজিত ক এর স্ত্রী খ এর মালিকানাধীন ঔষধ কোম্পানীর সাথে উক্ত ক্রয় দফতর কমিটি ঔষধ ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়; ক ও খ এর সম্পর্ক উক্ত কমিটির অপরাপর সদস্যরা জ্ঞাত থাকিয়াও ক কে উক্ত কমিটি হইতে অপসারণ করে নাই বা উক্ত চুক্তিটি বাতিল করে নাই। এমতাবস্থায় ক,খ এবং ক্রয় দফতর কমিটির সদস্য এই আইনের অপরাধ সংঘটিত করিল।

(খ) ক একটি প্রকৌশলী সংস্থায় একটি দায়িত্বশীল পদে কর্মরত আছে। উক্ত সংস্থার একটি প্রকল্প বা কর্মসূচী সম্পাদনের জন্য একটি কোম্পানীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়; উক্ত কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক হইল ক এর পুত্র খ । এমতাবস্থায় ক ও খ এই আইনের অপরাধ সংঘটিত করিল।

(গ) ক সরকারি এক দফতরে নিয়োজিত থাকাকালীন উক্ত দফতরের একটি দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় গোপনীয় তথ্য একটি ফার্মকে জানাইয়া দেয়; উক্ত ফার্মটি যদিও দরপত্রটি লাভ

করে নাই তথাপি ক এবং ফার্মটির সংশ্লিষ্ট অংশীদারীগণ এই আইনের আওতায় অপরাধ সংঘটিত করিল।

(ঘ) একটি সরকারি দফতরে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে ক উক্ত দফতরের একটি প্রকল্প বা কর্মসূচী পরিচালনাকারী বেসরকারি ফার্মের মালিকানাধীন এক অবকাশযাপন কেন্দ্রে সপরিবারে অবকাশ যাপন করে। এইক্ষেত্রে ক এবং উক্ত ফার্মের এর অংশীদারীগন এই আইনের আওতায় অপরাধী হইবে।

(ঙ) ক একটি নিয়োগ কমিটিতে নিয়োজিত থাকাকালীন তাহার পুত্র খ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ক উক্ত তথ্য গোপন রাখে। ক এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(চ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ক এর স্ত্রী খ একটা তেল কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার। উক্ত তেল কোম্পানীর সহিত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সকল সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। ক তাহার এহেন সম্পর্কের কথা কখনো উল্লেখ করেন নাই এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার এহেন সম্পর্কের কথা জানিয়া উক্ত চুক্তি বাতিল করেন নাই। এমতাবস্থায় ক,খ এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(ছ) একটি স্বত্ব ঘোষণার মামলায় 'ক' ও 'খ' দুইপক্ষের আইনজীবী হিসাবে কাজ করে। উক্ত মোকদ্দমার আইনজীবী ক এর জুনিয়র 'গ' উক্ত মোকদ্দমার বিচারক ঘ এর পুত্র। ঘ এই ঘটনা জানা স্বত্বেও উক্ত মোকদ্দমাটি শুনানী করে । ক,গ ও ঘ এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(জ) সরকারি যে কোন উন্নয়ন কাজে 'এ' ক্যাটাগরির সিমেন্টের ব্যবহার বাধ্যতামূলক জানিয়াও ক তাহার সরকারি দফতরের যাবতীয় উন্নয়ন কাজে তাঁহার ভ্রাতা খ মালিকানাধীন সিমেন্ট কারখানার 'বি' ক্যাটাগরির সিমেন্ট ব্যবহার করে।

তাহাছাড়া, ক অন্যান্য দফতরকেও 'বি' ক্যাটাগরির সিমেন্ট ব্যবহার করিতে প্রভাবিত করে। ক এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(ঝ) ক একটি হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ক কে একটি ফ্ল্যাট প্রদান করে। সরেজমিনে ক কে তাহার কর্মক্ষেত্রে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সরবরাহকৃত 'টেস্ট ক্যাটালগ' বইতে টিক দিয়া রোগীদের উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে বলিয়া প্রমানিত হয়। ক এবং উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(ঞ) ক একটি হাসপাতালের ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত থাকাকালীন একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার তাকে বিদেশে একটি সেমিনারে যোগদানের জন্য যাবতীয় ব্যয় বহন করে। সরেজমিনে ক তাহার কর্মক্ষেত্রে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সরবরাহকৃত 'টেস্ট ক্যাটালগে' টিক দিয়া রোগীদের উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে বলিয়া প্রমাণিত হয়। ক এবং উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ বা মালিক এই আইনের

আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(চ) ডাক্তার ক কে কর্মক্ষেত্রে তাহার সকল রোগীদের পরীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্রেরণ করিতে দেখা যায়। প্রমাণিত হয় যে উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার ক কে তাহার প্রেরিত প্রতিটি রোগীর পরীক্ষার ফি এর একটি অংশ প্রদান করে। ক এবং উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ বা মালিক এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে।

(ছ) ডাক্তার ক কে তাহার রোগীদের একটি বিশেষ পরীক্ষার জন্য একজন বিশেষ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষক বা বিশেষ ডায়াগনস্টিক সেন্টার যাহার উক্ত পরীক্ষা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা রহিয়াছে তাহার নিকট প্রেরণ করিতে দেখা যায়। এইক্ষেত্রে ক এবং উক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ বা মালিক এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবে না।

উপহার, সেবা বা মুনাফায় বিধিনিষেধ

৮। (১) যদি কাহারও সরকারি প্রকল্পে বা কর্মসূচিতে স্বার্থ সংঘাত রহিয়াছে মর্মে কেহ অবগত হয় বা অবগত থাকিবার যুক্তিসংগতভাবে কারণ বিদ্যমান হয় তবে সে উক্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আইনগত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোনরূপ অর্থগত বা বস্তুগত সুবিধাদি যাহা কেবল পারিশ্রমিক, পাওনা, উপহার, সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং আথিতেয়তা যাহাতে ভ্রমণ ব্যয়, ব্যক্তিগত সুবিধা, গবেষণা অর্থায়ন, পরিবারের সদস্যদের প্রতি উপহার এবং এরূপ সুবিধাদিও অর্ন্তভুক্ত থাকে ইত্যাদি গ্রহণ করিবে না ।

(২) কোন দফতরের আচরণ বিধি/ রীতি মোতাবেক প্রাপ্ত উপহার বা ব্যক্তিগত লাভ অথবা দপ্তরের দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত কোন সামাজিক বাধ্যবাধকতা থাকে তবে প্রাপ্ত বিষয় এর ক্ষেত্রে (১) উপধারায় বর্ণিত বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

তবে শর্ত এই যে, উক্ত উপহার বা ব্যক্তিগত লাভ প্রাপ্তির বিষয়টি তাহা যত সামান্যই হউক যথাশীঘ্র সম্ভব লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দফতরের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

স্বার্থ সংঘাত এর বিধান

৯। ৪ ধারা এর বিধান ক্ষুন্ন করা ব্যতিরেকে, কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি যে অবগত আছে বা অবগত থাকিবার যুক্তিসংগতভাবে কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহার সহিত সম্পর্কিত কোন কমিটি বা প্যানেল বা সভা বা দফতর বা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপিত বিষয়ে তাহার কোন স্বার্থ সংঘাত রহিয়াছে তবে সে উক্তরূপ সভায় উপস্থিত থাকিয়া-

ক। তাহার স্বার্থ সংঘাতের সাধারণ প্রকৃতি প্রকাশ করিবে, এবং

খ। কোনরুপ মতামত প্রকাশ বা অংশগ্রহণ না করিয়া উক্ত সভা হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিবে।

স্বার্থ সংঘাত সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির

১০। (১) যদি কোন প্রকল্পে বা কর্মসূচীতে নিয়োজিত কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা

প্রত্যাহার

দফতরের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা বা পরামর্শক বা সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তির কোন স্বার্থ সংঘাত বিদ্যমান থাকে বা ছিল, তবে উক্ত ব্যক্তিকে ঐ কর্তৃপক্ষ বা দফতর হইতে অপসারণ করিতে হইবে, এবং উক্ত ব্যক্তি নিয়োজিত থাকাকালে উক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে এবং তাঁহার অপসারণের পর উক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) উক্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর কথিত ব্যক্তির অপসারণের বিষয়টি এবং তাহার নিয়োজিত থাকাকালে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনার ফলাফল কমিশনকে অবহিত করিতে হইবে এবং তাহা সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বা দফতরের ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করিতে হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক একটি বায়িং হাউজের বোর্ড সদস্য থাকাকালীন অন্য একটি তৈরি পোষাক কারখানার পরিচালক পদে নিয়োজিত হইয়া দায়িত্ব পালন করে যাহার সহিত বায়িং হাউজের ব্যবসায়িক সমস্যা রহিয়াছে। ক এই আইনে অভিযুক্ত হইবে।

(খ) সরকারি দফতর হইতে অবসরগ্রহণের ১৫ (পনের) মাস পর ক একটি বেসরকারি কোম্পানীতে যোগদান করিয়া উক্ত সরকারি দফতরের একটি টেন্ডার প্রাপ্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ক এই আইনে অভিযুক্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, কর্তৃপৰ, কমিশন বা অপরাপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য বিধান

নিষেধমূলক কর্মকান্ড

১১। কোন কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, কর্তৃপক্ষ, কমিশন বা অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোন সদস্য-

(ক) স্বার্থ সংঘাত সৃষ্টি করে এমন কোন ব্যবসা, বৃত্তি, চাকুরি বা অন্য কোন পেশায় জড়িত হইবে না ;

(খ) কোন কর্পোরেশন বা কোন লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংস্থার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হইবে না ;

(গ) অংশীদারী বা একক মালিকানায় কোন ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিবে না;

(ঘ) এমন কোন সিকিউরিটিজ, স্টক, পণ্য বা বাণিজ্যিক এন্টারপ্রাইজের অধিকারী হইবে না বা এরূপ কোন ব্যবসায় অংশগ্রহণ করিবে না যাহাতে তাহার দ্বারা গৃহীত কোন নীতি ও ইহার বাস্তবায়ন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান করিবে ।

(ঙ) বিগত ২৪ মাসে এরকম কোন বাণিজ্যিক এন্টারপ্রাইজ বা মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংস্থায় কোন পদে বা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিল না বা রাখে নাই অথবা কোন বাণিজ্যিক এন্টারপ্রাইজ বা মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন পদ বা পরিচালক পদ অধিকারে রাখিবে না।

কোন কর্তৃপৰ, কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপর বাধ্যবাধকতা

১২। কোন কর্তৃপক্ষ, কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, বা অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা অথবা এইরূপ সংস্থার নিয়োজিত কোন সদস্য জ্ঞাতসারে ঐ সংস্থার সাবেক কোন সদস্য যাহার উক্ত দফতর হইতে চাকুরির মেয়াদের অবসান হওয়ার পরে কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) মাস অতিবাহিত হয় নাই তাহার সহিত কোনরূপ চুক্তি করিবে না বা কোন চুক্তির অনুমোদন করিবে না বা তাহার অনুকূলে কোন অনুদান বরাদ্দ করিবে না।

সাবেক সদস্যের উপর বাধ্যবাধকতা

১৩। কোন কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, কর্তৃপক্ষ বা অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার কোন সাবেক সদস্য তাহার চাকুরির মেয়াদ অবসানের পরে ২৪(চব্বিশ) মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে-

(ক) কোন কমিটি, প্যানেল, বোর্ড, কর্তৃপক্ষ বা অন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা হইতে কোন মঞ্জুরি ,অনুমোদন বা অনুদান সংক্রান্ত কোন চুক্তি বা সুবিধাদি গ্রহণ করিবে না;

(খ) কোন কর্পোরেশন বা কোন মুনাফাভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সংস্থার কোন চুক্তি বা সুবিধা সংক্রান্তে তাহার পক্ষে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
উন্মোচন / প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়াদী

গণ উন্মোচন / প্রকাশ বিবৃতি

১৪। (১) প্রতিটি সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা,কর্মচারী, পরামর্শক, সদস্য বা নিয়োজিত ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিবে।

(২) যেইক্ষেত্রে কোন সরকারী বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতর কর্তৃক গঠিত কোন কমিটি, উপকমিটি, পরামর্শক পরিষদ বা মন্ত্রণাসভার কোন উপদেষ্টা বা সদস্য অপর কোন ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত বা নিয়োগকৃত হয় অথবা মনোনীত বা প্রেষণে নিয়োগকৃত হয় সেইক্ষেত্রেও উক্ত ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের নিকট নির্ধারিত ফরমে গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিবে।

(৩) গণপ্রকাশ বিবৃতি নিম্নোক্তভাবে দাখিল করিতে হইবে-

(ক) কোন কমিটি, উপকমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, প্যানেল, বোর্ড, কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সদস্য হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক বছরের নির্দিষ্ট সময়ে।

(৪)(৩) উপধারায় বর্ণিত সদস্য থাকা ব্যক্তিকে এই আইন কার্যকর হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে

নির্ধারিত ফরমে (তফসীল- ১) গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিতে হবে।

(৫) (৪) উপধারা এর বিধানমতে একটি গণপ্রকাশ বিবৃতিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) কোন সদস্যের স্বার্থ বা অংশগ্রহণ এবং কোন সদস্যের জানামতে তাহার জীবনসংগী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এবং কোন সদস্য,সদস্যের জীবনসংগী এবং তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী কর্পোরেশন সম্পর্কিত তাহাদের স্বার্থ বা অংশগ্রহণ;

(খ) কোন সদস্যের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা সংস্থার নিকট হইতে পূর্ববর্তী ১২ (বারো) মাসে প্রাপ্তব্য অথবা পরবর্তী ১২ (বারো) মাসে প্রাপ্য কোন বেতন, আর্থিক সুবিধাদি বা অন্য কোন সুবিধাদি;

শর্ত থাকে যে, কোন সদস্য বা সদস্যের জীবনসংগী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কিত গণপ্রকাশ বিবৃতিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নেই-

(ক) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রাথমিক আবাসস্থল ;

(খ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিনোদনস্থল ;

(গ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন মোটরগাড়ি;

(ঘ) গৃহস্থালী, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যবহার্য যাহাতে নগদ টাকা, বিনিময়ের অযোগ্য বন্ড, ট্রাস্ট এবং ব্যাংক সার্টিফিকেট, স্বনিয়ন্ত্রিত রেজিস্ট্রিকৃত অবসর সঞ্চয় প্রকল্প ;

(৬) নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট ৩০ (ত্রিশ) দিন পরে কোন ব্যক্তি সরকারি বা বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বা দফতরের নিকট তাহার গণপ্রকাশ বিবৃতির নিম্নলিখিত যে কোন বস্তুগত পরিবর্তন দাখিল করিতে পারিবে -

(ক) তাহার নিজের বা তাহার জীবনসংগীর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান এর কোন সম্পদ বা দায় বা আর্থিক স্বার্থ বা বাণিজ্যিক স্বার্থের কোন পরিবর্তন, ব্যবসায়িক অথবা তাহাদের কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী কোন বেসরকারী কর্পোরেশনের পরিবর্তন ;

(খ) কোন ব্যক্তির কোন পরিবারের সদস্য হওয়ার বা সদস্য পদের অবসানের কারণ যাহা পূর্বে প্রকাশিত বিবৃতির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ মর্মে যুক্তিগ্রাহ্য।

গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিলে ব্যর্থতা

১৫। (১) ১৩ ধারার বিধানমতে যদি কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের বা কর্মসূচির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারি, পরামর্শক, সদস্য বা কর্মরত ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা দফতর উক্ত ব্যক্তিকে কোন সভায়, বা কোন কমিটি, সাব কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ বা সুপারিশকারী পরিষদ বা উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট কোন কাজে অংশগ্রহণ করা হইতে বারিত রাখিবে এবং উক্ত ব্যর্থতার প্রতিবেদনটি চেয়ারপার্সনকে লিখিতভাবে জ্ঞাত করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহার গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় তবে উক্ত ব্যক্তি উহার যৌক্তিক কারণসম্বলিত একটি আবেদনপত্র চেয়ারপার্সনের বরাবরে দাখিল করিয়া সময় প্রার্থনা করিবে।

(৩) চেয়ারপার্সন উক্ত আবেদন মোতাবেক গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিলের জন্য তাহাকে অতিরিক্ত সময়

মঞ্জুর করিবে ।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি (৩) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহার গণপ্রকাশ বিবৃতি দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় তবে তিনি ঐ সদস্যের নামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট সদস্যকে সরবরাহ করিবে ও গণপ্রকাশ করিবে।

সরকারি দলিল

১৬। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত গণপ্রকাশ বিবৃতি সরকারি দলিল হিসেবে গণ্য হইবে যাহা সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি পরিষদ বা দফতর এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে এবং তাহা যুক্তিসংগত ফি এর বিনিময়ে যেকোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহযোগ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশন

স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশন এর গঠন

১৭। (১) সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা এই আইনের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ও প্রদত্ত কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে 'স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশন' নামে সরকার একটি কমিশন গঠন করিবে।

(২) উক্ত কমিশন গঠিত হইবে-

(ক) ১ (এক) জন চেয়ারপার্সন সমন্বয়ে যিনি হইবেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারক ;

(খ) ৪ (চার) জন সদস্য সমন্বয়ে যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জেলা জজ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা, সিভিল সোসাইটি হইতে ৩ (তিন) জন যাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে খ্যাতি, সামর্থ্য, সততা এবং অভিজ্ঞতা রহিয়াছে-

- শিক্ষা; অথবা
- জনস্বাস্থ্য যাহার অন্তর্ভুক্ত নারী ও শিশু স্বাস্থ্য; অথবা
- খাদ্য ও পুষ্টি; অথবা
- আইনজ্ঞ; অথবা
- কৃষি; অথবা
- পরিবেশ বিজ্ঞান; অথবা
- গণমাধ্যম ব্যক্তি ; অথবা
- অর্থনীতি; অথবা

(৩) কমিশনের একজন সদস্য অবশ্যই মহিলা হইবেন।

(৪) কমিশনের প্রধান দফতর হইবে ঢাকায়, তবে প্রয়োজন মনে করিলে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ী দফতর স্থাপন করিতে পারিবে।

আইনগত সত্তা

১৮। স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবহিকতা থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে ও মামলা দায়ের করা যাইবে।

চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নিয়োগ

১৯। ১৭ ধারা এর (২) উপধারায় বর্ণিত চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

বাছাই কমিটি

২০। চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২১ ধারা অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যপ্রণালী

২১। (১) চেয়ারপার্সন এবং সদস্য পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে-

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক;

(খ) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক;

(গ) সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঘ) দুনীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

(২) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারক বাছাই কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ বাছাই কমিটির যাবতীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) চেয়ারপার্সন এবং সদস্য পদে নিয়োগের জন্য প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রনয়ণ পূর্বকঃ বাছাই কমিটি ২০ ধারা এর অধীন নিয়োগ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) অন্যূন ৪ (চার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

চেয়ারপার্সন এবং সদস্যদের চাকুরীর মেয়াদ ও শর্ত

২২। চেয়ারপার্সন এবং প্রত্যেক সদস্য কমিশনে যোগদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন।

উল্লেখ্য যে, চেয়ারপার্সন বা অন্য কোন সদস্য এক মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণের প্রাপ্ত

২৩। কমিটির চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারকদের সমান এবং

ভাতা ও সুবিধাদি

সদস্যগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের সমান সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

অপসারণ

২৪। (১) যৌক্তিক প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সময়ে কারণ উল্লেখপূর্বক চেয়ারপার্সন বা যে কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) ২২ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, সরকার রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে আদেশ জারীর মাধ্যমে চেয়ারপার্সন বা যে কোন সদস্যকে পদ থেকে অপসারণ করিতে পারিবে যদি তিনি-

(ক) দেউলিয়া সাবস্থ্য হন; অথবা

(খ) দায়িত্ব এবং কর্তব্যপালনের বাইরে তাহার কার্যকালে অন্য কোন স্থান হইতে পারিশ্রমিক লাভ করেন বা অপর কোন কার্যে নিয়োজিত থাকেন; অথবা

(গ) দায়িত্ব পালন প্রত্যাখান করে বা অসমর্থ হন; অথবা

(ঘ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন ; অথবা

(ঙ) ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এবং জনস্বাথ বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত হন; অথবা

(চ) স্বার্থ সংঘাতের দায়ে অভিযুক্ত হন; অথবা

(ছ) কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত বা দোষী সাব্যস্থ হন যাহা সরকারের দৃষ্টিতে নৈতিক স্থলন মর্মে প্রতীয়মান।

শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীন কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে তাহাকে অপসারণ করা যাইবে না।

চেয়ারপার্সন এবং সদস্যগণের পদের শূন্যতা

২৫। (১) চেয়ারপার্সন অথবা কোন সদস্য এর পদ শূন্য হইবে যখন তিনি-

(ক) ২৪ ধারা এর উপধারা (১) এর বিধানানুসারে পদত্যাগ করেন; অথবা

(খ) ২৪ ধারা এর উপধারা (২) এর অধীন অযোগ্য হয়েন।

(খ) মেয়াদ পূর্তি ব্যতিত পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারপার্সন বা সদস্য পদের শূন্যতা সৃষ্টি হইলে ২০ ধারা এর বিধান অনুযায়ী শুন্য পদে নতুন নিয়োগ প্রদান করিতে হইবে ।

পদের শুন্যতা কমিশনের কার্যধারাকে বাতিল বা অসিদ্ধ করিবে না

২৬। কমিশনের কোন কার্যক্রম কেবল এ কারণে অবৈধ বা বাতিল বা অকার্যকর হইবে না যদি-

(ক) কমিশন গঠনে কোন শূন্যতা থাকে; অথবা

(খ) কমিশনের কার্যপ্রণালীতে মামলার বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এমন কোন অনিয়ম থাকে ।

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২৭। (১) কমিশন এই আইনের অধীন ইহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে একজন মহাপরিচালক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবে।

(২) মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারির বেতন, ভাতা এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত এই যে, বিধি প্রনয়ণ না হওয়া পর্যন্ত মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা এবং

কর্মচারীর বেতন, ভাতা এবং চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

(৩) সরকার, কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (১)ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রেণি নির্বিশেষে যে কোন পদে কমিশন একবারে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য এড্-হক ভিত্তিতে নিয়োগ দান করিতে পারিবে।

কমিশনের কর্মপদ্ধতি

২৮। (ক) কমিশন নিয়মিত ভাবে চেয়ারপার্সন কর্তৃক আহবানকৃত যৌক্তিক সময়ে সভায় মিলিত হইবে, তবে দুইটি সভার মধ্যবর্তী ব্যবধান তিন মাসের অধিক হইবে না।

(খ) কমিশনের সমস্ত আদেশ এবং সিদ্ধান্ত মহাপরিচালক বা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক প্রামাণ্যকরণ করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কমিশনের কার্যাবলী ও কার্যপরিধি

কমিশনের কার্যাবলী

২৯। (১) কমিশন নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে-

(ক) সরকারের কোন নীতি, সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্প বা পলিসি সংক্রান্তে স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধে কৃত আইন বা অন্যান্য রক্ষা কবচ নীরিক্ষণ এবং পর্যালোচনা;

(খ) উক্ত রক্ষাকবচ সংক্রান্তে কমিশন কর্তৃক সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ;

(গ) স্বার্থ সংঘাত নিরসনে সরকারের সকল নীতি ও প্রোগ্রাম সংক্রান্তে গৃহীত প্রারম্ভিক এবং বাস্তবায়নকৃত সিদ্ধান্তের নীরিক্ষণ;

(ঘ) স্বার্থ সংঘাত নিরসনে পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্বে প্রস্তাবনা নীরিক্ষণ এবং তৎসংক্রান্তে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) স্বার্থ সংঘাত কমিশন গঠিত হইবার পূর্বে গৃহীত নীতি, কর্মসূচি এবং পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্ব নীরিক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বা কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে কোনরূপ স্বার্থ সংঘাত বিদ্যমান থাকিলে সে সম্পর্কে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বার্থ সংঘাত বিষয়ক শিক্ষা প্রচার এবং প্রকাশনা, মিডিয়া, সেমিনার ও অন্যান্য উপায়ে প্রতিরোধ সচেতনতা বৃদ্ধি ;

(ছ) প্রাপ্ত অভিযোগ বিবেচনা করিয়াঃ স্বার্থ সংঘাত বিষয়ে অভিযোগ অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনে স্বপ্রনোদিত হইয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) জনস্বার্থ রক্ষায় এবং উপরোক্ত অন্যান্য বিষয়াবলীর স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড;

(২) আইন দ্বারা গঠিত কোন কমিশন এর নিকট প্রক্রিয়াধীন কোন বিষয়ে কমিশন অনুসন্ধান করিবে না।

কমিশনের ৰমতা

৩০। কমিশন ২৯ ধারা (১) উপধারা (ছ) দফা বিধান অনুযায়ী কোন অনুসন্ধান পরিচালনাকালে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এ বর্ণিত দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে-

১। কোন ব্যক্তির প্রতি সমন জারীতে ও হাজির করাইতে এবং শপথের মাধ্যমে পরীক্ষণে;

২। কোন দলিলাদির উদঘাটন এবং উপস্থাপনে;

৩। এফিডেভিটের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণে;

৪। কোন আদালত বা দফতর হইতে সরকারী দলিল কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপন ;

৫। সাক্ষী এবং দলিলপত্র পরীক্ষা;

সপ্তম অধ্যায়

তদন্ত

তদন্তের আবেদন

৩১। (১) কোন সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণকারী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সদস্যের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনের বিষয়ে তদন্তের জন্য অথবা কমিশনকে অবগত করিবার জন্য যে কোন ব্যক্তি ইহার নিকট লিখিতভাবে আবেদন জানাইতে পারিবে;

(২) (১) উপধারা এর অধীন লিখিত আবেদনটি নির্ধারিত ফরমে (তফসিল- ২) করিতে হইবে এবং তাহাতে যুক্তিসংগত বিশ্বাসের কারণ এবং উক্ত লংঘনের প্রকৃতি উল্লেখ থাকিবে ;

(৩) কোন সিদ্ধান্ত ও নীতি গ্রহণকারী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ইহার কোন সদস্য কর্তৃক এই আইনের অধীন কৃত যে কোন লংঘনের বিষয়ে কমিশনের নিকট তদন্তের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে।

অভিযোগ সম্পর্কিত তদন্ত

৩২। (১) কমিশন ৩১ ধারা এর অধীন কোন লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে কোন বিষয় তদন্ত করিতে পারিবে;

(২) যদি প্রাথমিক তদন্তে আবেদনটি কমিশনের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয় তবে কমিশন তাহা সরাসরি খারিজ করিয়া দিতে পারিবে;

(৩) প্রাথমিক তদন্তে আবেদনটি কমিশনের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হইলে কমিশন অভিযোগকারীকে নোটিশ প্রদান পূর্বক প্রাথমিক শুনানীর জন্য আহবান করিবে;

(৪) তদন্তকালীন সময়ে কমিশন অভিযুক্তকে যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান পূর্বক অভিযোগ বিষয়ে তাহার লিখিত বক্তব্য পেশ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ প্রদান করিবে;

(৫) কমিশন কর্তৃক ৩২ ধারার অধীন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলাকালে সংশ্লিস্ট অভিযুক্ত ব্যক্তি কমিশনের চাহিত সকল প্রশ্ন ও তথ্যানুসন্ধানের বিষয়ে তাৎক্ষণিক এবং লিখিত জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে;

(৬) তদন্ত অন্তে যদি কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগটি তুচ্ছ, ভিত্তিহীন অথবা সরল বিশ্বাসে করা হয় নাই তবে কমিশন অভিযোগটি কারণ উল্লেখপূর্বক খারিজ করিতে পারিবে;

তবে শর্ত এই যে, কমিশন উক্ত খারিজাদেশটি অবশ্যই নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি; ও

(গ) ৩১ ধারা এর (১) উপধারা এর অধীন আবেদনকারী ব্যক্তি।

কমিশনের প্রতিবেদন

৩৩। যেইক্ষেত্রে ৩২ ধারার অধীন কোন তদন্তের আবেদন করা হয় এবং তদন্ত অন্তে কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আবেদনটির ক্ষেত্রে ৩২ ধারা (২) ও (৬) উপধারা প্রযোজ্য নহে, সেইক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাবতীয় তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে। কমিশন অবশ্যই সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রতিবেদনটির কপি নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করিবে -

(ক) সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি; ও

(গ) ৩১ ধারা এর (১) উপধারা এর অধীন আবেদনকারী ব্যক্তি।

গৃহীত ব্যবস্থার সুপারিশ

৩৪। ৩২ ধারার অধীনে পরিচালিত কোন তদন্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন বিধান লংঘন করিয়াছে, অথবা সে আইনে বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপহার সম্পর্কিত বিবৃতি (Gift Disclosure Statement), গণপ্রকাশ বিবৃতি (Public Disclosure Statement) বা বস্তুগত পরিবর্তন প্রকাশ বিবৃতি (Statement of Material Change) দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা উক্ত বিবৃতির প্রাসংগিক তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, সে সকল ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করিবে-

(ক) অভিযুক্তকে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সদস্যপদ হইতে বহিস্কার করিবার সুপারিশ করিতে পারিবে ; এবং

(খ) এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করিবে।

গৃহীত ব্যবস্থার গণপ্রকাশ

৩৫। ৩২ ধারার অধীনে পরিচালিত কোন তদন্তকার্যে যদি কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘন করিয়াছে, তবে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সম্বলিত গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশন সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে গণপ্রকাশ করিবে এবং ইহার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
অপরাধের দন্ড ও বিচার

অভিযোগ প্রদান

৩৬। (১) ৩৪ ধারা এর (খ) উপধারা এর অধীনে গঠিত স্বার্থ সংঘাত প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভিযোগ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত হইবে সংশ্লিষ্ট এলাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

(২) উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট **The Code Of Criminal Procedure, 1898** (ACT NO. V OF 1898) এর Chapter XX এ বর্ণিত Of The Trial Of Cases By Magistrates অনুযায়ী উক্ত অভিযোগের শুনানি

গ্রহণ করিবে।

অপরাধের আমলগ্রহণ

৩৭। কেবল এখতিয়ার সম্পন্ন সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারিক আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ আমলে লইতে এবং বিচার করিতে পারিবে।

অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও অজামিনযোগ্য

৩৮। The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীনেকৃত অপরাধ সমূহ আমলযোগ্য তবে জামিন যোগ্য হইবে।

অপরাধ ও দন্ড

৩৯। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ অথবা ১০ ধারার যে কোন বিধান লংঘন করিলে বা লংঘনে সহায়তা করিলে তাহাকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লাখ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের ১১, ১২ অথবা ১৩ ধারার বর্ণিত বিধান লংঘন করিলে বা লংঘনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে বা লংঘনে সহায়তা করিলে সে সর্বোচ্চ ২ (দৃই) বছরের কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনে শাস্তির কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই এমন কোন ধারা বা কোন বিধান লংঘন করিলে বা লংঘনে উদ্দত হইলে বা কাহাকে ও লংঘনে প্ররোচিত করিলে তাহাকে সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লাখ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত করা যাইবে।

কোম্পানীর অপরাধ

৪০। (১) কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের আওতায় সংঘটিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি এবং কোম্পানির ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পালনরত ও উক্ত অপরাধের সাথে সরাসরি প্রত্যেক ব্যক্তিকে উক্ত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে তদানুযায়ী বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

তবে শর্ত এই যে, যেইক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি প্রমাণ করিতে সক্ষম হয় যে, সংঘটিত অপরাধটি তাঁহার অজ্ঞাতে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করিতে সে যথাসাধ্য পদক্ষেপ (due diligence) গ্রহণ করিয়াছিল সেইক্ষেত্রে (ক) উপধারা তে যাহাই বর্ণিত হউক না কেন উক্ত ব্যক্তি এই আইনের শাস্তির আওতায় আসিবে না ।

উদাহরণ

একটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ একটি কোম্পানিকে বিপুল পরিমান টাকা ঋণদান করে। উক্ত কোম্পানিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের কয়েকজন সদস্যের পারিবারিক মালিকানাধীন যাহা পরিচালনা পর্ষদের বেশিরভাগ সদস্য জ্ঞাত ছিল। উক্ত পরিচালনা

পর্ষদের দুজন সদস্য উক্ত ঋণদানের বিরোধিতা করে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে ঋণটি মঞ্জুর হইয়া যায়। পরিচালনা পর্ষদের বিরোধিতাকারী উক্ত দুইজন ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সদস্যগণ এই আইনের আওতায় অভিযুক্ত হইবেন।

(২) (১) উপধারাতে যাহাই বর্ণিত থাকুক না কেন,যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং প্রতীয়মান হয় যে, কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব অথবা অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মতি, যোগসাজশ বা ইচ্ছাকৃত গুরুতর অবহেলার কারণে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তবে উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারি দায়ী হইবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে তদানুযায়ী বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

উদাহরণ

ব্যাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশনের একজন পরিচালক ক যোগসাজস করিয়া একটি কোম্পানীর শেয়ারের অবৈধ মূল্যবৃদ্ধি করে। ক এই আইনের আওতায় আসিবে ।

ফৌজদারী অপরাধের উদ্দেশ্যে কৃত অপরাধের শাস্তি

৪১। কোন ব্যক্তি ফৌজদারী অপরাধ সংগঠনের উদ্দেশ্যে এই আইনের কোন ধারার লংঘন করিলে তাহাকে সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লাখ টাকা জরিমানা এবং অপরাধের গুরুত্বানুসারে উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

বিধি প্রণয়নের ৰমতা

৪২। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ৰমতা

৪৩। এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

জাতীয় সংসদে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কমিশনের অডিট প্রতিবেদন উপস্থাপন

৪৪। (ক) কমিশনের চেয়ারম্যান প্রতিবছর জাতীয় সংসদে পূর্ববর্তী বছরের অগ্রগতি এবং কার্যক্রম এর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(খ) বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কমিশনের অডিট প্রতিবেদন সংসদে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে।

ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

৪৫। (ক) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(খ) (ক) উপধারা এর অধীন প্রকাশিত ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ এবং এই বাংলা আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

১৩ ধারা দ্রষ্টব্য

গনপ্রকাশ বিবৃতি

গনপ্রকাশ বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তির পদবী, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল ফোন নম্বর সহ নাম ও ঠিকানা	গনপ্রকাশ বিবৃতি দাখিলের তারিখ	পারিবারিক সদস্যদের নাম ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	পূর্ববর্তী বছরের সম্পদের বিবরণ(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে- পারিবারিক সদস্যদের)	চলতি বছরের সম্পদের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে- পারিবারিক সদস্যদের	বিলম্বের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মন্তব্য/ ঘোষনা

গনপ্রকাশ বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

তারিখ

গনপ্রকাশ বিবৃতি গ্রহনকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

তারিখ

দ্বিতীয় তফসীল

৩৬ ধারা দ্রষ্টব্য

স্বার্থসংঘাত অভিযোগ ফরম

অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও মোবাইল ফোন নম্বর সহ	অভিযোগ গ্রহনকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের প্রকৃতি	অভিযোগ প্রদানের তারিখ

নাম ও ঠিকানা				

আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত আমার যাবতীয় বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক। উপরে বিবৃত কোন তথ্য যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে আমি আইনতঃ দায়ী থাকিব।

অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর

ও তারিখ

স্বাক্ষরিত/– ৩১.১২.২০১৮
(বিচারপতি এ. টি. এম. ফজলে কবীর)
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাক্ষরিত/– ৩১.১২.২০১৮
(বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক)
চেয়ারম্যান
আইন কমিশন